Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ২য় পত্র

বাংলা নববর্ষ

বাংলা নববর্ষের সবচেয়ে উৎসবমুখর আয়োজন হলো বৈশাখী মেলা। এটি মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা। দেশের বিভিন্ন স্থানে পয়লা বৈশাখে এ মেলার আয়োজন করা হয়। আগে সারা দেশের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা ততটা উন্নত ছিল না বিধায় মানুষের জীবনযাত্রা অনেকটা স্থবির হয়ে থাকত। তখন এসব আঞ্চলিক মেলা থেকেই মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাখত। তা ছাড়া নানা সংবাদ আদান-প্রদান, নানা বিষয়ে মতবিনিময়ের আদর্শ স্থানও ছিল এই মেলা। বাৎসরিক বিনোদনের ক্ষেত্র হিসেবে সবাই এ মেলায় এসে অংশ নিতো।

মেলায় থাকত কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরাগান, পুতুল নাচ, নাগরদোলাসহ নানা আনন্দ আয়োজন। স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত, কুটির শিল্পজাত, হস্ত এবং মৃৎশিল্পজাত সামগ্রীর সমাহার ঘটে এ মেলায়। শিশু-কিশোরদের খেলনা, সাজসজ্জার সামগ্রী, খাদ্যসামগ্রীসহ মেলায় নানা রকম গান-বাজনা, পুতুল নাচ, নাগরদোলা, সার্কাস ইত্যাদি চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও রাখা হয়।

বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটিতে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক এবং সর্বজনীন লোক উৎসব বাংলা নববর্ষ উদ্যাপনের তাৎপর্য এবং অতীত ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা নববর্ষকে ঘিরে শুধু 'হালখাতা' অনুষ্ঠানই নয়, আরও কিছু অনুষ্ঠান আছে, যা নববর্ষের উপস্থিতিকে আরও বর্ণাঢ্য করে তোলে। একসময় নবাব এবং জমিদাররা চালু করেন পুণ্যাহ অনুষ্ঠান। পয়লা বৈশাখে নবাব বা জমিদারদের বাড়িতে প্রজারা আমন্ত্রিত হতেন। তাদের মিষ্টিমুখ করানো হতো, পান-সুপারির আয়োজন থাকত। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়। জমিদারি উঠে যাওয়ায় এ অনুষ্ঠান এখন লুপ্ত হয়ে গেছে।

এসব অনুষ্ঠান ছাড়াও বহু আঞ্চলিক অনুষ্ঠান আছে, যা নববর্ষকে কেন্দ্র করে উদ্যাপিত হয়। যেমন—বলীখেলা, মোরগের লড়াই, হাডুডু, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদি খেলা। এ ছাড়া চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হলো বৈসাবি। নববর্ষের আর একটি আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হলো আমানি। এভাবে বিভিন্ন গানবাজনা, লোক উৎসব আর উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত বাঙালির প্রধান জাতীয় উৎসব নববর্ষ এখন ছোট-বড়, ধনী-গরিব সবার কাছেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক মিলনমেলা।

বাংলা নববর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য আচরিত অনুষ্ঠান হালখাতা। এ অনুষ্ঠানটি বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এটি সর্বজনীন একটি অনুষ্ঠান। হালখাতা মূলত ব্যবসায়ীদের জন্য একটি বিশেষ আনন্দঘন দিন। কারণ, এর মধ্য দিয়ে তারা পুরাতন বছরের সমস্ত দেনা-পাওনার হিসাব মিলিয়ে নতুন বছরের জন্য নতুন খাতা তৈরি করে। তা ছাড়া বকেয়া উশুলের মাধ্যমে এ দিন তারা আর্থিকভাবেও বেশ লাভবান হয়। ব্যবসায়ীরা তাদের নিজ নিজ বিপণিবিতানগুলো ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে, রঙিন কাগজ দিয়ে সাজায়, আগরবাতি জ্বালায়। আগেই তারা তাদের নিয়মিত গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভার্থীদের দাওয়াত দেয় এবং ওই দিন সাধ্যানুসারে আপ্যায়ন করা হয়। একে অপরের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ও গল্পকথার মাধ্যমে বকেয়া আদায় এবং উৎসবের আনন্দ দুটিই এ অনুষ্ঠানকে ঘিরে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তবে বর্তমানে মানুষের হাতে নগদ টাকা থাকায় বাকিতে কিনিবিকি কম হয় বলে এখন আর আগের মতো হালখাতা অনুষ্ঠানটি উদ্যাপিত হয় না। তবুও বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত এ অনুষ্ঠানটির ঐতিহ্য এখনো বিভিন্ন জায়গায় বেশ ঘটা করেই পালিত হয়।

প্রশ্ন: গ্রামবাংলার বার্ষিক মেলার গুরুত্বকে লেখক অসাধারণ মনে করেছেন কেন?

প্রশ্ন: 'ধর্মীয় উৎসবের পর নববর্ষ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় উৎসব,'- কেন?